



দেনার দায়ে ছেলেকে খুন করে আত্মঘাতী বাবা, গড়িয়ায় চাঞ্চল্য

স্টাফ রিপোর্টার: বাবা ও ছেলের রহস্যময় মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল গড়িয়ায়। দেনার দায়ে ছেলেকে খুন করে বাবা আত্মঘাতী হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে। শনিবার গড়িয়ার নবশ্রী বাজার শিবমন্দির এলাকায় একটি বাড়ি থেকে রহস্যজনকভাবে বাবা ও ছেলের মৃতদেহ উদ্ধার করে সোনারপুর থানার পুলিশ। নবশ্রী বাজার শিবমন্দির এলাকায় ছেলে গোপালকে নিয়ে থাকতেন সুরত দাস। শনিবার সকালে সুরত দাসের বাড়ির দরজা খুলতে দেখা যায়নি। দীর্ঘক্ষণ দরজা খুলতে না দেখে সন্দেহ হয়। অনেক ডাকাডাকিও বাবা ও

ছেলের কোনও সাদা পাননি প্রতিবেশীরা। বাধা হয়ে বাড়ির জানালার কাঁচ ভাঙে প্রতিবেশীরা। তখনই বিষয়টি সামনে আসে। সুরত দাসকে ঘরের মধ্যে খুলন্ত অবস্থায় দেখা যায়। ছেলে গোপালকে বিছানায় রক্তাক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। তারপরেই খবর দেওয়া হয় পুলিশে। ঘটনাস্থলে এসে পৌছায় সোনারপুর থানার পুলিশ। পুলিশ বাবা ও ছেলের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। সুরতের খবর, ওই ঘর থেকেই না কি উদ্ধার হয়েছে সুইসাইড নোট। তার থেকেই জানা গিয়েছে, অনেক মনো ছিল সুরতবাবুর। তার জন্মই ছেলেকে খুন করে আত্মঘাতী হয়েছেন তিনি। তার

উপর বেশ কয়েক বছর আগেই তাঁর স্ত্রী বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। সেই সময় থেকেই ভেঙে পড়েছিলেন সুরত দাস। কেটে সুরত দাস গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন বলে প্রাথমিক তদন্তে অনুমান। প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, তাঁর স্ত্রী বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। সেই সময় থেকেই ভেঙে পড়েছিলেন সুরত দাস।

গলার নলি কাটে বলে অনুমান। ওই ঘর থেকেই মিলেছে সুইসাইড নোট। প্রাথমিক তদন্তের পর মনে করা হচ্ছে, দেনার দায়েই ছেলেকে খুন করে নিজে আত্মঘাতী হন সুরতবাবু। ঠিক কোন মানসিক পরিস্থিতিতে সুরতবাবু এই কাণ্ড ঘটালেন, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এক প্রতিবেশীর কথায়, 'গোপাল সকলেরই প্রিয় ছিল। ওর মা ছিল না। তাই সকলেই ওকে ভালবাসত।' বাবার মানসিক অবসাদের পরিণতিতে ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রকেও যে এইভাবে প্রাণ হারাতে হবে, কেউ ভাবেনি। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনায় নবশ্রী বাজার শিবমন্দির এলাকা শোকস্তব্ধ।



ছেলেকে নিয়ে ওই বাড়িতে থাকতেন। দিনে দিনে বাড়ি ছিলা দেনা। এর জেরে মানসিক অবসাদেই ছেলের গলার নলি

সংসারে অভাব লেগেই ছিল। স্ত্রীর সঙ্গে প্রায়ই সুরতবাবুর ঝগড়া লেগে থাকত। চার বছর আগে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়

মোমো সচেতনতা বৃদ্ধিতে ইনফোসেক ফাউন্ডেশন

স্টাফ রিপোর্টার: ইনফোসেক ফাউন্ডেশন একটি সাহাবার সুরক্ষা বিষয়ক অলাভজনক প্রতিষ্ঠান যার সদর দফতর কলকাতা ছাড়াও ভারত ও পৃথিবীর বিভিন্ন শহরে ইতিমধ্যেই এদের শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হয়েছে। তথা সুরক্ষার বিভিন্ন বিষয়, প্রতিষ্ঠান দফতরের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে আমজনতার কাছে আরও সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়াই এই সংস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য। বিভিন্ন সংস্থা বলতে সরকারি, আধা সরকারি প্রতিষ্ঠান, পুলিশ, নিয়োগ, নির্মাণ সার্ভিস অর্থকরী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। জনসচেতনতায় এর আগেও ইনফোসেক ফাউন্ডেশন বিভিন্ন নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে যেমন র্যানসামওয়্যার, বু হোয়েল গেম, এটিএম ফ্রোনিং/স্কিমিং ইত্যাদি। একইভাবে সাধারণ মানুষের সুরক্ষার স্বার্থে ও মোমো আতঙ্ক দূর করার জন্য এই নির্দেশিকা তৈরি করা হয়েছে। ইনফোসেক ফাউন্ডেশন গবেষণা দল কলকাতা চ্যাপ্টারের সদস্য আবির্ভাবিত মিলে দ্রুত এই নির্দেশাবলী সংকলিত করেছেন। আজকের ইন্টারনেট যুগে নিয়ন্ত্রণ ও পরিশীলতা ব্যবহারের মাধ্যমে অভিভাবকদের রোল মডেল হয়ে উঠতে হবে তাদের শিশুদের কাছে। সহজ নিয়মাবলী যেমন লোকেশন অ্যাপ ইন্সটল না করা, অজানা অচেনা লিঙ্ক এ ক্লিক না করা, আধার প্যান ইত্যাদি তথ্য হোয়াটসঅ্যাপে না পাঠানো ইত্যাদিতে অনেক বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। মোমো গেমের লক্ষণ হচ্ছে মানসিক শক্তিকে দুর্বল করা। আর তাই প্রথমেই বাচ্চাদের বোঝানো দরকার, হলে কোন গেম নেই। বাচ্চাদের সঙ্গে সময় কাটানো এবং তাদের আচার-আচরণের উপর নজর রাখা বিশেষ ভাবে জরুরি। শিশুদের সচেতন করা, ভরসা দেওয়া এবং নিয়মিতভাবে বোঝানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

নিচে নির্দেশিকাবলি মেনে চললে শুধু মোমো নয় আগামী দিনের এরকম অনেক বিপদ এড়ানো সম্ভব:

- ⇒ অজানা অচেনা লোকের সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপে, ফেসবুকে কথা বলবেন না।
- ⇒ মোবাইল নম্বর, জন্ম তারিখ ইত্যাদি তথ্য সর্বসমক্ষে প্রকাশ না করাই বাঞ্ছনীয়।
- ⇒ হোয়াটসঅ্যাপের প্রাইভেসি সেটিং-এর পরিবর্তন করুন যাতে আপনার কন্টাক্ট লিস্টে থাকা পরিচিতরা ছাড়া বাকিরা আপনার ফটো দেখতে না পায়।
- ⇒ যদি মোমো সংক্রান্ত ছবি বা গেম খেলার নিয়ন্ত্রণ কোন প্রোফাইল পান, সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ব্লক করুন।
- ⇒ আপনার শিশুর ইন্টারনেট ব্যবহার আপনার নজরদারিতে নিয়ন্ত্রণ হোক।
- ⇒ বাচ্চাদের আচার আচরণের কোনও পরিবর্তন নজরে এলে ওদের সঙ্গে কথা বলুন, মিশুন বন্ধুর মতন। ওদের বোঝান শেখান গেম বা এই ধরনের খেলার বিপদ সম্পর্কে।
- ⇒ সোশ্যাল মিডিয়াতে অচেনা প্রোফাইল থেকে কোন গেম বা আপ ইনভাইটেশনে সাড়া দেবেন না।
- ⇒ অচেনা লিঙ্ক এ ক্লিক করবেন না।
- ⇒ গোপনীয় তথ্যাদি যেমন প্যাননস, আধার ইত্যাদি হোয়াটসঅ্যাপে শেয়ার করা উচিত নয়।
- ⇒ আপনার স্মার্টফোনে ভাল মানের অ্যান্টিভাইরাস ব্যবহার করা আবশ্যিক।
- ⇒ বাচ্চাদের বোঝান মোমো বলে কোন গেম নেই, অনেক চাপে পড়ে গেম খেলার মানসিক ভীতি কাটিয়ে উঠতে ওদের সাহায্য করুন। ওদের পাশে দাঁড়ান এবং সাহস জোগান।
- ⇒ বাচ্চাদের সঙ্গে সব সময় গল্পের ছলে বুঝতে চান যে কেউ ওদের এই ধরনের খেলায় প্ররোচিত করছে কিনা।
- ⇒ হোয়াটসঅ্যাপে ছবি ও ভিডিও সেটিংস থেকে বন্ধ করে দিন।
- ⇒ স্মার্টফোনে কোন অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করার পর পলিসি মানেজার বা সেটিংসে গিয়ে অপ্রয়োজনীয় অ্যাক্সেস (যেমন অ্যান্ড্রয়েস বুক, এসএমএস, ক্যামেরা ইত্যাদি) বন্ধ করে দিন।

কিষান স্বরাজ সমিতির সুস্থায়ী কৃষিনিতি



স্টাফ রিপোর্টার: কিষান স্বরাজ সমিতি ২০১৪ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে কৃষকদের জন্য মূলত ৫টি বিষয়ের ওপর কাজ করে আসছে। আগের সুরক্ষা, প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর কৃষকের অধিকার সুস্থায়ী কৃষিনিতি মহিলাদের স্বনির্ভরতা, এবং পুষ্টিগত খাদ্য সরবরাহ। সম্প্রতি আকাডেমি এই বিষয়ে এক

আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডি.আর.সি.এস.ই-র পক্ষে অর্ধেন্দু শেখর চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন রাজ্যের কৃষি অধিকর্তা সম্পদ রঞ্জন পাত্র। তিনি বলেন, আমাদের জনসংখ্যা যে পরিমাণ বাড়িনি। তাই চাষ বাড়তে সার প্রয়োগ করতেই হয়। মুখে যতই বলি, মানুষের চাহিদা মেটাওয়ার জন্য তাইই আমরা প্রান্তিক জমি ও প্রান্তিক চাষের ওপর গুরুত্ব দিই। মূলত জৈব চাষের মাধ্যমে কীভাবে মানুষের জন্য বিষহীন ফসল উৎপাদন করা যায় এবং মাটি, জল এবং ফসলের আবর্তন ও ভারসাম্য ধরে রাখা যায়। সেই বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সমগ্র আলোচনাচক্র এবং এই উদ্যোগের জন্য এআইডি এবং ডিআরসিসিসি সহায়তা করেছে। এই উদ্যোগ অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ক্ষেত্র এক পরিবর্তন আনতে সাহায্য করবে। পুরো বিষয় পরিচালনা করেন সুরত কুণ্ডু।



ছবি: অরিন্জিৎ গাঙ্গুলি

৪টি পুজোর ভাবনায় শিল্পী বাপাই

স্টাফ রিপোর্টার: এবার কলকাতার বৃক্কে মোট চারটে পুজোর ভাবনায় থাকছেন শিল্পী বাপাই সেন। তাঁর হাতের হেঁয়ালি এবার রূপ পেতে চলেছে গড়িয়া নবদুর্গা খ্যাত গড়িয়া মিতালি সংঘ, ভবানীপুর মুক্তদল, যোধপুর পার্ক শারদীয়া উৎসব কমিটি ও অশ্বিনীনগর বন্ধুহল ক্লাব। বলে রাখা ভাল, গড়িয়া মিতালি সংঘের মাতৃ প্রতিমার গায়ে এবার থাকছে আসল সোনার গয়না পুজোর কর্দিন পুজো প্রাসঙ্গে মুখরিত হবে ধামসা মাদলের সুরে আদিবাসী নৃত্যের তালে। ভবানীপুর মুক্তদলের পুজোর ভাবনা সৃষ্টির উল্লাসে বাংলা। যোধপুর পার্ক

শারদীয়া উৎসব কমিটির এবারের ভাবনার বিষয় নিরুদ্দেশের খোঁজে। অন্যদিকে, অশ্বিনীনগর বন্ধুহল ক্লাবে বাপাই সেন এবার উপস্থাপন করছে, নই কতিন নই শক্ত, গড়ি বাংলা দুষণপত্র। এই প্রাসঙ্গে ৯০ লাখ পেরেক, চামচ, বেলাচা, ফানেল, গাঁহি ও বালতি দিয়ে তৈরি হবে মগুপ। কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে এই চারটে পুজোর চারটে পৃথক থিম মিউজিক প্রকাশ করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত তবলা বাদক পণ্ডিত মঞ্জুর হোস ও গীতিকার দেবব্রত রায় চৌধুরী ও মল্লিকা ঘোষ।

শীতলা বালক সমিতির থিম 'অশুভ শক্তির বিনাস ও শান্তির আভাস'

স্টাফ রিপোর্টার: গরফা শীতলাতলা বালক সমিতির প্রায় ৫০ বছরের পুরনো। এই ক্লাব যাঁরা পত্তন করেছিলেন আজ আর তাঁরা কেউ বেঁচে নেই। এদের নিজস্ব জিম আছে। মাঠ আছে। মাঠে সারা বছর ধরে ক্রিকেট কোর্চিং, ক্যারাটে শেখানো, ফুটবল ম্যাচ ইত্যাদি সব ধরনের খেলার প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয় ক্লাব সদস্যদের এবং

এলাকাবাসীদের। শীতলাতলা বালক সমিতি তাদের মাঠে দুর্গা পূজো করে আসছে দীর্ঘ ২৭ বছর ধরে। এবারের থিম 'অশুভ শক্তির বিনাস ও শান্তির আভাস'। এই ক্লাবের সদস্যরাই মগুপ ও প্রতিমা তৈরিতে হাত লাগান। মগুপ বানাচ্ছেন করছেন ক্লাব সদস্য অনিতোষ দাস পোন্দার, প্রতিমা করছেন সমীর পাল। সম্পাদক সমীর নন্দী জানান,

বেশি বয়সে হার্টের অসুখের মোকাবিলায় কমপ্লেক্স অ্যাঞ্জিওপ্ল্যাস্টি

স্টাফ রিপোর্টার: একটা সময় ছিল যখন বেশি বয়সে হার্টের অসুখ হলে রোগীকে ওষুধ দিয়ে ঘরবন্দী করে রাখা ছাড়া উপায় ছিল না। তবে অত্যাধুনিক টেকনোলজি ক্যাথ ডায়াল ও চিকিৎসকের দক্ষতার সাহায্যে বয়স্ক মানুষদের হার্টের জটিল সমস্যার সমাধান করছেন কমপ্লেক্স অ্যাঞ্জিওপ্ল্যাস্টির সাহায্যে। এই সম্পর্কে নানান তথ্য জানালেন কলম্বিয়া এশিয়া হাসপাতালের কনসাল্ট্যান্ট ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট ডাঃ রঞ্জন শর্মা তিনি বলেন, মর্ডান মেডিক্যাল সায়েন্সের কল্যাণে মানুষের গড় আয়ু এখন অনেক বেড়েছে। আর বেশি বয়সে লাইফ স্টাইল ডিজিজ অর্থাৎ হাই ব্লাড প্রেশাল, ডায়াবিটিস, কোলেস্টেরল এবং কার্ডিও ভাসকুলার ডিজিজ অর্থাৎ হার্টের অসুখের প্রবণতা বাড়ে। তাই হার্ট অ্যাটাক হলে ব্যাপারটা বেশ ভীষণ হয়ে দাঁড়ায়। দ্রুত সঠিক চিকিৎসার সাহায্য না নিলে প্রাণ সংশয় হতে পারে।

৭০ বছর বা তার বেশি বয়সের মানুষদের ডায়াবিটিস ও ব্লাড প্রেশার থাকটা স্বাভাবিক। আর সেডেভারি লাইফ স্টাইল হলে তো কথাই নেই। হার্টের অসুখের প্রবণতা খুবই বাড়ে। বেশির ভাগ মানুষ কোনও রকম শারীরিক অসুবিধে না হলে রেগুয়ার হেলথ চেক আপ করেন না। তাই আচমকা হার্ট অ্যাটাক হলে রোগীর অবস্থা সংকটজনক হয়ে উঠতে পারে।

হার্টে এই রক্ত পৌঁছায় করোনারি আর্টারির মাধ্যমে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রক্তবাহী ধমনীর মধ্যে চর্বিবর আস্তরণ জমতে থাকে। এই ব্যাপারটাকে ডাঙারি পরিভাষায় বলে অ্যাথেরোস্কেলরোসিস। বয়স ছাড়াও অ্যাথেরোস্কেলরোসিসের গতি বাড়িয়ে দেয় স্মোকিং ওভার ওয়েট, এন্ডারসাইজের অভাব, মানসিক চাপ, হাই ব্লাড প্রেশার, ডায়াবিটিস, বংশগত কারণ, ক্রটিপূর্ণ খাদ্যাভাস ইত্যাদি। ধমনীর ভিতরে প্লেক জমতে শুরু করলে হার্টের পেশি প্রয়োজনীয় রক্তের অভাবে হাঁপিয়ে পড়ে, এর ফলেই হার্টের অসুখ হয়। বেশি বয়সে অনেকেরই ধমনীর প্রাচীরে জমা কোলেস্টেরলের প্লেক জমে পাথরের মতো শক্ত হয়ে যায়। এছাড়া বেশি বয়সে ডায়াবিটিস, হাইপ্রেশার, ফুসফুসের দুর্বলতা সহ নানান শারীরিক সমস্যা থাকতে পারে। অনেকের আবার কিডনিও ঠিক মতো কাজ করে না। এই অবস্থায় হার্টের সঠিক চিকিৎসা না করলে রোগীর অবস্থা জটিল হয়ে পড়ে।

কিছুদিন আগেও এই ধরণের হার্টের বাইপাস সার্জারির কথা বিবেচনা করা হত। কিন্তু রোগীর বয়স ও অন্যান্য শারীরিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে বাইপাস সার্জারি করা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। অত্যন্ত উন্নত প্রযুক্তির মেশিন রোটোব্লোরার সাহায্যে ডায়ালিস বা হিরে দিয়ে ধমনীতে জমে থাকা পাথর গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। এরই ডাঙারি নাম অ্যাথেরোস্ক্টিমি। করোনারি আর্টারির এই ধরনের কমপ্লেক্স লিশন রোটোব্লোরার সাহায্যে সরিয়ে দিয়ে বেলুন অ্যাঞ্জিওপ্ল্যাস্টি করা হয়। আর একেই বলে কমপ্লেক্স অ্যাঞ্জিওপ্ল্যাস্টি। প্রসঙ্গত, রোটোব্লোরার সাহায্যে ধমনীর পাথর গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্য রোগীকে অঙ্গান করার প্রয়োজন হয় না। বেডের পাশে রাখা মনিটরে রোগী নিজেই এই পদ্ধতিটি দেখতে পান। কুঁচকি বা হাতের ধমনী দিয়ে সূক্ষ্ম ক্যাথিটার প্রবেশ করিয়ে সমগ্র পদ্ধতিটি করা হয়। পাথর সরিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করার পর, ওই অংশে ড্রাগ ইলিউটিং স্টেন্ট অর্থাৎ ওষুধের প্রলেপ যুক্ত স্টেন্ট বসিয়ে হয় পুনরায় প্রাক জমার হাত থেকে বাঁচতে। বয়স্ক এবং অন্যান্য শারীরিক সমস্যায় কষ্ট পাচ্ছেন এমন পেশেন্টের জন্য অ্যাথেরোস্ক্টিমি একটি অত্যন্ত উপযোগী চিকিৎসা পদ্ধতি। রোগী দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যান। বছরে দু'বার চেকআপ করানো আর নিয়ম মেনে ওষুধ খাওয়া দরকার।

হৃদরোগ থেকে মুক্ত হতে সচেতনতা

স্টাফ রিপোর্টার: গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে ক্রমশ হৃদ রোগের সমস্যা বেড়েই চলেছে। আমাদের জীবন-যাপন এর জন্য দায়ী। গত ২৬ বছরে ৩৪ শতাংশ মানুষের হৃদরোগের সমস্যা বেড়েছে। এর জন্য সচেতনতা অত্যন্ত প্রয়োজন। কাট এ বিষয়ে বিশেষ সচেতনামূলক প্রচার শুরু করেছে 'বিশ্ব হার্ট ডে' উপলক্ষে। ২০০০ সাল থেকে এই ভাবেই দেশ জুড়ে 'ওয়ার্ল্ড হার্ট ফাউন্ডেশন' হৃদ রোগ মুক্ত দেশ গড়তে প্রচার করছে। মানব জীবনে বাল্যকাল থেকেই প্রচার চালানো জরুরি। শনিবার স্বভূমিতে শিশুদের অঙ্কন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এ বিষয়ে একটি প্রচার চালানো হয়। উপস্থিত ছিলেন চিহ্ন নির্মাণ শিববন্দ্য মুখোপাধ্যায় এবং নন্দিনী রায়।



প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ দেবব্রত রায়, ডাঃ অরুণাংশু গাঙ্গুলি, ডাঃ আমকৈ দাস এবং ডাঃ সৌমিত্র কুমার।



শনিবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে সর্বমুখ সমন্বয় কমিটির পক্ষ থেকে সেই সব মানুষদের সম্মানিত করা হয় যারা কেরলের বন্যারতদের সাহায্য করেছেন। মোবাইল ই-পেপারের পক্ষ থেকে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ১৪ জন গুণী মানুষকে সম্মানিত করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সাংসদ নাঈম উল হক, বিশপ পিএসপি রাজু, লেফটেন্যান্ট কর্নেল নভেন্দ্র সিং, প্রবীর কুমার মিত্র সহ অন্যান্যরা। ছবি: অরিন্জিৎ গাঙ্গুলি